বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
জনসংযোগ শাখা
পেপার ক্লিপিং- ০৭সেপ্টেম্বর, ২০২০

যুগান্তর
সত্যের সন্ধানে নির্ভীক THE DAILY JUGANTOR

০৭সেপ্টেম্বর, ২০২০

নতুন রাজনৈতিক দল

নিবন্ধন শর্ত সহজে নমনীয় ইসি

একটি আসনলাভ ও ৫ শতাংশ ভোট পাওয়ার শর্ত উঠে যাচ্ছে * কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার সময় ২০৩০ সাল

কাজী জেবেল

নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন শর্ত নিয়ে নমনীয় অবস্থান নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন আইন, ২০২০-এর খসড়া থেকে কঠোর শর্ত তুলে নেয়ার বিষয়ে নীতিগত একমত হয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)-সহ চার কমিশনার। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন পাওয়ার তিনটি শর্তের দুটিই বাদ দেয়া হচ্ছে। শুধু সাংগঠনিক কাঠামোগত শর্ত রাখা হচ্ছে।

এ ছাড়া রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার সময়সীমা ১০ বছর বাড়িয়ে ২০৩০ সাল করা হচ্ছে। রোববার সিইসি কেএম নূরুল হুদার কার্যালয়ে কমিশনারদের এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে নীতিগতভাবে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।

জানা গেছে, এদিন সিইসি কার্যালয়ে শুধু কমিশনারদের নিয়ে এ অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিইসি ও তিনজন নির্বাচন কমিশনার অংশ নেন। রুদ্ধদ্বার এ বৈঠকে কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও রাখা হয়নি। নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদারও অংশ নেননি।

২৬ আগস্ট এ খসড়া আইনের বিরোধিতা করে সিইসির কাছে নোট অব ডিসেন্ট দেন তিনি। এতে তিনি উল্লেখ করেন, নির্বাচন কমিশন ‘গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২’-এর ‘চ্যাপ্টার সিক্স এ’-এর

বিভিন্ন আর্টিক্যাল কর্তন করে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইন, ২০২০ প্রণয়নের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করি।

আরপিও বা 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২'-এর অংশবিশেষ নিয়ে পৃথকভাবে আইন প্রণয়ন হটকারী সিদ্ধান্ত।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন শর্ত সহজ করার বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আমরা খসড়া আইনের কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি।

নতুন দল নিবন্ধন শর্ত বেঁধে দেয়া ও রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিতে সময়সীমা বেঁধে দেয়ার বিষয়ে কথা বলেছি, ডিবেট করেছি। তবে এখনই তা চূড়ান্ত বলা যাবে না। তিনি বলেন, আইন পাস করবে সংসদ। আমরা প্রস্তাবনা পাঠাব।

নির্বাচন কমিশনের আইন সংস্কার কমিটির প্রধান ও নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম যুগান্তরকে বলেন, আমরা কিছু বিষয়ে নীতিগত একমত হয়েছি-এটা বলা যেতে পারে। তবে কমিশনের একটি সভা ডেকে সেখানে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (আরপিও)-এর সংশোধনী ও রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিষয়ে খসড়া আইন ও বিদ্যমান আইনে যেসব শর্ত রয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক নয়। তাই কিছু শর্ত বাদ দেয়া হচ্ছে। সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত শর্ত রাখা হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বিষয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় দেয়া হচ্ছে। এসব বিষয়ে আমরা নীতিগতভাবে একমত হয়েছি।

জানা গেছে, আরপিওর ৯০ ধারায় রাজনৈতিক দল নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। নির্বাচন কমিশন ওই ধারাটি আরপিও থেকে বের করে 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন' করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে কমিশনের সভায় এ আইনটি প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হয়।

রোববার ওইসব সংশোধনী নিয়ে বৈঠক করলেন নির্বাচন কমিশনাররা। বৈঠকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনে খসড়া আইনের ৪(১)(ক) ধারায় দুটি শর্ত শিথিল করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিদ্যমান একটি শর্ত বহাল রাখা হয়।

নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দলের দরখাস্ত করার আগের দুই নির্বাচনে দলীয় প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ ও কমপক্ষে একটি আসন প্রাপ্তির শর্ত এবং অংশগ্রহণকৃত আসনের মোট ভোটের ৫ ভাগ ভোট পাওয়ার দ্বিতীয় শর্ত তুলে দেয়ার বিষয়ে একমত হন কমিশনাররা। তবে ২১ জেলা ও ন্যূনতম একশ' উপজেলায় সক্রিয় দলীয় কার্যালয় থাকার শর্ত বহাল রাখা হচ্ছে।

জানা গেছে, ২০০৮ সালে আরপিওতে সংশোধনী এনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ওই সময় যে কোনো দুটি নির্বাচনে দলীয় প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ ও একটি আসনে জয়লাভ অথবা ৫ শতাংশ ভোট পাওয়ার শর্ত দেয়া হয়। বর্তমান কেএম নূরুল হুদার কমিশন ওই শর্তে আরও কঠোরতা এনে আবেদনের আগের দুটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত দেয়। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার মুখে পড়ে কমিশন।

বৈঠক সূত্রে আরও জানা গেছে, একাধিক কমিশনার মনে করেন, এসব শর্ত মেনে কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধন পাবে না। আর ২০০৮ সালে আরপিও সংশোধনের পর ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত যতগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে সেসব নির্বাচনে অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের সুযোগও ছিল না।

তবে কোনো কোনো কমিশনার মনে করেন, শুধু সাংগঠনিক কার্যালয় বিবেচনায় নিয়ে নিবন্ধন দেয়া হলে অনেক ভুঁইফোঁড় দলও নিবন্ধন পেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আবারও বৈঠক করা প্রয়োজন।

নারী নেতৃত্বের সময় ২০৩০ সাল : জানা গেছে, প্রস্তাবিত খসড়া আইনে রাজনৈতিক দলের প্রতিটি কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব রাখার সময়সীমা উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

রোববারের বৈঠকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়ার বিষয়ে নীতিগত একমত হয়েছেন নির্বাচন কমিশনাররা। বিদ্যমান আরপিওতে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া রয়েছে। কোনো রাজনৈতিক দলই তা পূরণ করতে পারেনি।

কালের কণ্ঠ

বাকি চার উপনির্বাচনেও প্রার্থী দিচ্ছে বিএনপি

► শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার সিদ্ধান্ত

শফিক সাফি

একাদশ জাতীয় সংসদের শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনের মধ্যে একটি আসনের উপনির্বাচনে এরই মধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। বাকি চারটি আসনের উপনির্বাচনেও অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি। বিএনপি নেতারা বলছেন, দলের প্রার্থীরা নির্বাচন করলে খালি মাঠে গোল দিতে পারবে না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। তাদের একটু হলেও কসরত করতে হবে। এ জন্য তারা নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে। তখন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দুটি সংস্থার অনিয়ম আবারও জনগণের সামনে উন্মোচিত হবে।

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্বাচনের দিন শেষ পর্যন্ত দলের প্রার্থীরা মাঠে থাকবেন।

গত শনিবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী শনিবার চার আসনের উপনির্বাচনের প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হতে পারে। প্রার্থী ঘোষণাও করতে পারে ওই দিন রাতেই।

যে চারটি আসনে উপনির্বাচন আসন্ন সেগুলো হলো ঢাকা-৫, ঢাকা-১৮, সিরাজগঞ্জ-১ ও নওগাঁ-৬। এর মধ্যে ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ আসনের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ১৭ অক্টোবর। বাকি দুই আসনের উপনির্বাচনের তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি। আরেক শূন্য আসন পাবনা-৪-এর উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর। এ আসনে উপনির্বাচনের জন্য এর মধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ধীরে চলছে। পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাকর্মীরাও আবার মাঠের রাজনীতিতে ফিরবেন। দল ও নেতাকর্মীদের সবদিক বিবেচনায় নিয়েই অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে হয়।’

দলের যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিনা চ্যালেঞ্জে কোনো নির্বাচনই আমরা ছেড়ে দিতে চাই না। আমরা জানি, রেজাল্ট কী হবে। তার পরও নির্বাচনে থাকতে চাই। কারণ অনেকগুলো। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—এই সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মুখোশ বারবার উন্মোচন করতে চাই। সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় নেতাকর্মীরা এলাকায় স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারেন না। নির্বাচন উপলক্ষে তাঁরা কিছুটা হলেও এসব কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে চালাতে পারেন।’

গত ৬ মে ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লা এবং ১০ জুলাই ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য সাহারা খাতুন মারা যান।

বিএনপি বলছে, এই দুটি আসন বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে না দেওয়ার কারণ হলো দেশের নানা প্রান্তে জোর করে নির্বাচনের ফল ছিনিয়ে নিলেও রাজধানীতে সেটি কঠিন। কেননা সংবাদ মাধ্যম, বিদেশি পর্যবেক্ষকরা এখানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকেন। এ ছাড়া রাজধানীর ভোটারদের সচেতনতাও বেশি। ফলে সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনিয়ম করলেও সেটি বেশি করে প্রচার হওয়ার ফলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে

এদের সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা যায়। বিএনপি যদি ভোটে অংশ না নেয় তাহলে এই বার্তা পৌঁছানোর সুযোগ থাকে না। তাই দলটি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত ২ এপ্রিল পাবনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সাবেক ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ মারা যান। সেখানকার উপনির্বাচনে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিবকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।

জানা গেছে, উপনির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণের বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে নিয়ে দলের একাধিক মনোনয়নপ্রত্যাশী নিজেদের মতো মাঠে সক্রিয় রয়েছেন। ঢাকা-৫ আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে চান সালাহউদ্দিন আহমেদ (একাদশ সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৪ আসন থেকে মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী)। এই আসনে তখন দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন নবী উল্লাহ নবী। তিনিও উপনির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। এ ছাড়া আছেন মহানগরের নেতা কাজী আবুল বাশারও।

গত ২৭ জুলাই নওগাঁ-৬ আসনের সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম মারা যান। শূন্য এ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিগত বিএনপি সরকারের গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির ও তাঁর ভাই দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন বুলু প্রার্থী হতে চান। একাদশ সংসদ নির্বাচনে এই আসনে প্রার্থী ছিলেন আলমগীর কবির।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও সাহারা খাতুন মারা যাওয়ার পর যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ-১ ও ঢাকা-১৮ আসন দুটিও শূন্য হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ-১ আসনে একাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা। উপনির্বাচনে তিনি ছাড়াও আরো তিনজন ধানের শীষের মনোনয়ন চান। তাঁরা হলেন—নাজমুল হাসান তালুকদার রানা, সেলিম রেজা ও টি এম তাহজিবুল এনাম। ঢাকা-১৮ আসনে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সভাপতি এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, উত্তর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম কফিল উদ্দিন আহমেদ, ব্যবসায়ী ও বিএনপি নেতা মো. বাহাউদ্দিন সাদী নিয়মিত বিভিন্ন মাধ্যমে গণসংযোগ করছেন।

বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল মঙ্গলবার, পরশু বুধবার অথবা বৃহস্পতিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়ন ফরম তুলবেন সম্ভাব্য

প্রার্থীরা। এরপর শনিবার রাতেই দলের পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রার্থী চূড়ান্ত করবে। উল্লেখ্য, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরাই পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য।

উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বিএনপি জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘হামলা-মামলার পরও আমরা নির্বাচনে থাকছি। আমাদের প্রার্থীরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকবে।’ এদিকে গতকাল রবিবার রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাবনা-৪ আসনের উপনির্বাচনের জন্য আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যসচিব করা হয়েছে রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু। সদস্য হিসেবে রয়েছেন শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, নাজমুল হক নান্নু, শাহীন শওকত, এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, সেলিম রেজা হাবিব, সিরাজুল ইসলাম সর্দার, হাবিবুর রহমান তোতা ও হাসান জাফির তুহিন।

নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

চার আসনে উপনির্বাচন

বিএনপির মনোনয়ন সংগ্রহ ও জমা ১০-১১ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকা-৫ ও ১৮, নওগাঁ-৬ এবং সিরাজগঞ্জ-১ উপনির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ১০-১১ সেপ্টেম্বর নয়াপল্টন দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন বলে জানিয়েছে বিএনপি। ১২ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে আগ্রহী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। গত শনিবার দলের স্থায়ী কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত গতকাল রবিবার দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমে জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিএনপির নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২৯ আগস্ট পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে পাবনা-৪ উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে হাবিবুর রহমান হাবিবকে চূড়ান্ত করা হয়। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী পাবনা-৪ আসনে ভোট হবে আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর। ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ আসনের উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী ১৭ অক্টোবর। তফসিল অনুসারে, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ১৭ সেপ্টেম্বর এবং যাচাই-বাছাই ২০ সেপ্টেম্বর।

এ ছাড়া মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর ও প্রতীক বরাদ্দ ২৮ সেপ্টেম্বর। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, পাবনা-৪ আসনের নির্বাচন মনিটরিংয়ের জন্য স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে আহ্বায়ক ও সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে সদস্য সচিব করে একটি 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা নাজমুল হক নান্নু, কেন্দ্রীয় নেতা শাহীন শওকত, সাবেক এমপি একেএম আনোয়ারুল ইসলাম, সেলিম রেজা হাবিব, সিরাজুল ইসলাম সর্দার, হাবিবুর রহমান তোতা ও ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৫

বিএনপির মনোনয়ন সংগ্রহ ও জমা

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) হাসান জাফির তুহিন।

প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করুন : স্থায়ী কমিটির বৈঠকে নারায়ণগঞ্জ শহরের তল্লা এলাকায় একটি মসজিদে বিস্ফোরণের ফলে ২৪ মুসল্লি নিহতসহ প্রায় ৫০ জন অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় সভায় শোক প্রকাশ এবং নিহতদের আত্মার মাগফিরাত ও আহতদের আরোগ্য কামনা করা হয়। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। এ ধরনের বিস্ফোরণ স্বাভাবিক নয় বলে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানানো হয়।

দেশের কোনো মানুষ নিরাপদ নয় : দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তার বাবার ওপর নৃশংস হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানায় বিএনপির স্থায়ী কমিটি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই ঘটনা দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক ও ভঙ্গুর অবস্থা প্রমাণ করে। এ হামলার সঙ্গে সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন যুবলীগের সন্ত্রাসীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মর্মে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে তাদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানানো হয়। এ ধরনের হামলা প্রমাণ করে এ সরকারের শাসনামলে দেশের কোনো নাগরিকই নিরাপদ নয়- এমনকি প্রশাসনও নিরাপদ নয়। সভায় দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

ইসি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সরকারের হাতে তুলে দিতে চায় : সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সভায় নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়, বর্তমান নির্বাচন কমিশন অপ্রয়োজনীয় আইনের মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সরকারের হাতে তুলে দিতে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এ ধরনের সংশোধন বা আইন পরিবর্তনের অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ বিষয়ে অবিলম্বে জাতিকে অবগত করার জন্য বিস্তারিত সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

করোনা লাগামহীনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে : করোনা ভাইরাস দেশে লাগামহীনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে এবং সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য মিথ্যা পরিসংখ্যান দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে বলে মনে করে স্থায়ী কমিটি। এ ধরনের মিথ্যাচার জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ

বিএনপির মনোনয়ন ফরম বিক্রি ১০ সেপ্টেম্বর

উপনির্বাচন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় সংসদের ঢাকা-৫ ও নওগাঁ-৬ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়ন ফরম বিক্রি করবে ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। রবিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ তথ্য জানান।

রিজভী জানান, ১০ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর নয়াপল্টন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন। আর পরদিন ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ওই দুই আসনে দলীয় মনোনয়ন ফরম সংগ্রহকারীরা সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ফরম জমা দিতে পারবেন। দলীয় প্রার্থীদের সাক্ষাতকার নেয়া হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ওই দিন বিকেল ৫টা থেকে বিএনপি চেয়ারপার্সনের গুলশান কার্যালয়ে দলীয় প্রার্থীদের সাক্ষাতকার নেবে দলীয় মনোনয়ন বোর্ড। এরপর এ আসনের উপনির্বাচনের জন্য বিএনপির প্রার্থী চূড়ান্ত করে নাম ঘোষণা করা হবে।

বিবৃতিতে রিজভী জানান, শনিবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির ভার্চুয়াল সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই আসনের উপনির্বাচনের জন্য দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় নারায়ণগঞ্জ শহরের

একটি মসজিদে বিস্ফোরণের ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মুসল্লি নিহত হওয়ায় শোক প্রকাশ করা হয় এবং নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফিরাত ও আহত ব্যক্তিদের আরোগ্য কামনা করা হয়। সভায় বলা হয় এই ধরনের বিস্ফোরণ স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন এবং দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

বিবৃতিতে রিজভী জানান, স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পাবনা-৪ আসনের উপ-নির্বাচন মনিটরিংয়ের জন্য দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে আহ্বায়ক করে ‘কেন্দ্রীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কমিটি’ গঠন করা হয়। এ কমিটির সদস্য সচিব করা হয় দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে। এ কমিটির সদস্য করা হয়েছে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারী এ্যাডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা নাজমুল হক নান্নু, দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন শওকত, সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম আনোয়ারুল ইসলাম, সেলিম রেজা হাবিব, সিরাজুল ইসলাম সর্দার, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান তোতা ও কৃষক দলের সদস্য সচিব হাসান জাফির তুহিনকে।

রিজভী জানান, দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তার বাবার ওপর নৃশংস হামলার ঘটনায় নিন্দা জানানো হয় বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকে। এই ঘটনা দেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক ও ভঙ্গুর অবস্থা প্রমাণ করে। অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানানো হয়।

রিজভী বলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ওপর হামলা প্রমাণ করে এই সরকারের শাসনামলে দেশের কোন নাগরিকই নিরাপদ নয়-এমনকি প্রশাসনও নিরাপদ নয়। সভায় দেশের প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। সভায় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয় বর্তমান নির্বাচন কমিশন অপ্রয়োজনীয় আইনের মাধ্যমে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সরকারের হাতে তুলে দিতে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এই ধরনের সংশোধন বা আইন পরিবর্তনের অপচেষ্টার নিন্দা জানানো হয়। এই ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ বিষয়ে অবিলম্বে জাতিকে অবগত করার জন্য বিস্তারিত সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।

রিজভী বলেন, দেশে কোভিড-১৯ লাগামহীনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে এবং সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য মিথ্যা পরিসংখ্যান দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। এ ধরনের মিথ্যাচার জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়।

সদরঘাট-কেরানীগঞ্জ গুদারাঘাট বন্ধের নিন্দা জানিয়েছেন গয়েশ্বর রায় ॥ সদরঘাট-কেরানীগঞ্জ পারাপারের ১০০ বছরের অধিক পুরনো গুদারাঘাটটি অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) বন্ধ করে দিয়েছে উল্লেখ করে এর নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। রবিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এ নিন্দা জানান।

গয়েশ্বর বলেন, সরকারকে উদ্দেশ করে বলতে চাই, এবার থামুন। কেরানীগঞ্জবাসীর সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবুন, নিম্নআয়ের মানুষের কথা ভাবুন। জনগণের কাতারে আসুন। তিনি বলেন, সদরঘাট- কেরানীগঞ্জ গুদারাঘাট বন্ধের ফলে এখানে নৌকা বেয়ে জীবিকা নির্বাহ করা মানুষগুলো বেকার হয়ে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে পথে বসে যাবেন। বহু গার্মেন্টসকর্মী, নিম্ন আয়ের মানুষ

এই নৌকায় পারাপার হন। এতে কেরানীগঞ্জের ব্যবসায়ীরাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। একে তো কোভিড-১৯ এর প্রভাবে মানুষ চরমভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে বাস করছেন। এর মধ্যে সদরঘাট- কেরানীগঞ্জ গুদারাঘাট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত কেরানীগঞ্জবাসীর জন্য 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।'

গয়েশ্বর বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের নামে দুর্নীতিকেই মূল রাজনীতি হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই তারা জনগণের বাঁচা-মরা, সুবিধা-অসুবিধার দিকে না তাকিয়ে নিজের স্বার্থের দিকেই বেশি নজর দিচ্ছে। সরকারকে উদ্দেশ করে বলতে চাই, করোনা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে অবিলম্বে সদরঘাট- কেরানীগঞ্জ গুদারাঘাট খুলে দিন।